গাঁয়ের ছেলে

মনজিলুর রহমান

লেক্সাস আর এক্স ৩৫০ এক বিলাস বহুল বাহারী গাড়ি । ধীরে ধীরে এসে দ্বারের কাছে থামল । দারোয়ান এসে দ্বারটা খুলে দিলে গাড়িটা ভিতরে ঢুকে পড়ল । বেশ একটু উত্তেজিত গাল মন্দ দিতে দিতে কোট´ ফলিও হাতে বেরিয়ে এলেন শহরের বিশিষ্ট শিল্পপতি ঠিকাদার মিস্টার রকিব চৌধূরী । তার এই উত্তেজিত কন্ঠস্বর শুনে প্রাসাদ উদ্যম বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন স্ত্রী মিসেস রাজিয়া চৌধূরী । তাকে জিজ্ঞেস করলেন , ওমা তুমি আজ এত দেরী করে ফিরলে যে ?

না , আর বলনা । আজকাল প্রত্যেকটা সাইটে একটা না একটা ঝামেলা লেগেই আছে ? যাকগে, মিনি ফিরেছে ?

না , ওর আজকে ফিরতে একটু রাত হবে । জান, ওরা ছেলে মেয়েরা মিলে কলেজে কী একটা ফ্যাংসন করছে । ও হ্যাঁ শোন ! তোমার এক বন্ধু এসেছেন । তোমাদেরঐ গ্রাম থেকে । মানে বাগেরহাট থেকে ।

বাগেরহাট থেকে ! কে মাহমুদ এসেছে নাকি ?

এমন সময় পুরু চশমা চোখে মাহমুদ ও তার মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন,গাড়ির আওয়াজ শুনেই বুঝেছি রকিব ফিরেছে ।

রকিব উচ্ছ্বসিত হয়ে তাদের দিকে এগিয়ে , আরে আয় আয় মাহমুদ আয় । তাকে জড়িয়ে ধরলো । এবং বলল , কেমন আছিসরে মাহমুদ ? মাই ডিয়ার মাহমুদ ! তোর ভাবী যখনই বলল , বাগেরহাট থেকে তোমার এক বন্ধু এসছে । তখনই বুঝলাম এতো মাহমুদ ছাড়া আর কেউ নয় ।

সেই মূহুর্তে রাজিয়া বলল, তোমরা বসে গল্প কর আমি একটু চায়ের ব্যবস্থা করি ।

রকিব : হ্যাঁ কর কর ।

বহু বছর পর দেখা তোর বউকে তো এই প্রথম দেখ লাম । তোর বিয়েতে তো আসা হয়নি ।

আমি কিন্তু তোর বিয়েতে গিয়েছিলাম ।

হ্যাঁ সেইই শেষ বারের মত দেশে গিয়েছিলি ।

আয় আয় , বস বস। বলে মাহমুদের হাত ধরে সোফায়

বসিয়ে পাশেই বসে পড়ল রকিব।

এমন সময় রকিবের পদধূলি নিয়ে সালাম করল পাশে দাড়িয়ে থাকা মেয়েটি।

মাহমুদ বলল, আমার মেয়ে আলো।

ও আচ্ছা, ঠিক আছে মা ! বস বস।

আলো তার বাবার পাশ ঘেঁষে বসল।

তোর কী এই একটি মেয়ে ?

না , না , এক ছেলে দুই মেয়ে। ছেলে বড় , নাম আলীম , আব্দুল আলীম। ছোট মেয়ে আলিয়া ও তো আলো বললামই।

বাঃ সুন্দর তো ! আলীম , আলো ও আলিয়া। তুই তো শিল্পী আলিমকেই মনে রেখেছিস। স্কুল জীবনে তুই আব্দুল আলীমের মতই তার গানগুলি গাইতি। আমরা সবাই তোকে আব্দুল আলীমের শিষ্য বলে ডাকতাম। একবার তো তুই তার একটা গান গেয়ে স্কুলের বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পুরস্কারও পেয়েছিলি।

হ্যাঁ বাল্যকাল থেকেই একটু সঙ্গীত অনুরাগী ছিলাম। আর পল্লীগীতিটা বেশ ভালই গাইতাম। তাইত শখ করে ছেলেটার নামও রেখেছিলাম আব্দুল আলীম। আমি যা পারিনি ; তা যদি সন্তানের মাঝে তা দেখতে পাই। তা আর হলো কই ? ছেলেটা তো আর মানুষ হলো না।

তোদের ঘরে তো কাউকে দেখছি না ? তোর ছেলে-পেলে কো_\q ?

এক ছেলে , এক মেয়ে। ছেলে বড়। সে আমেরিকায় আছে। আর মেয়ে ইডেন কলেজে ইন্টারমেডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছে।

এবার রকিব আলোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তা তুমি কি করছ , পড়াশুনা করছ ?

ইন্টারমেডিয়েট পাশ করেছিলাম। তারপরে আর পড়া হয়নি।

বাঃ। কেন ?

মাহমুদ বলল, তার পরেই তো ওর মা অসুস্থ হয়ে পড়ল। সংসারের পুরো ঝামেলাটা এসে পড়ল ওর ঘাড়ে। তাই আর পড়াশুনা করে উঠতে পারেনি।

ও , তা তোর ছেলে আলীম কি করছে ?

তার কথা আর বলিসনে। ক্লাশ টেন পর্যন্ত পড়ল , তারপর তার আর পড়াশুনায় মন নেই। চাষ বাস নিয়েই মেতে উঠল।

ভালই তো। দেশ গাঁয়ে ওটাই তো আসল। ঠিক মত করতে পারলেই তো যথেষ্ট।

সে কাল আর নেইরে। নিজের জমি জমা না থাকলে জোতদারের কাছ থেকে দাদনে জমি নিয়ে চাষ -বাস করে ঘরে আর আজ কাল কিছুই তোলা যায় না। কোন মতে পেট চলে। তার পরে আমিও তো আগের মত কাজ-কর্ম করতে পারিনে। হার্টের সমস্যা তো আগেই শুরু হয়েছে , এখন আবার চোখ দু'টোও গেছে ভাল দেখতে পাইনে।

সে কী ! ডাক্তার দেখাচ্ছিস তো ?

হ্যাঁ , বাগেরহাটে ডাঃ মোসলেম উদ্দিনকে দেখিয়েছি। তার আর কতটুকু বিদ্যে ? ঢাকায় পাঠাল ডাঃ নজরুল ইসলামের কাছে।

ডাঃ নজরুল ইসলাম ? আরে বাহ্ , সে তো ঢাকার মস্ত বড় চোখের ডাক্তার। আমার সাথে আলাপও আছে। তুই আগে বললে তো আমি নিজে নিয়ে গিয়ে তোকে দেখিয়ে আনতাম। তা সে কী বলেছে ?

কী আর বলবে ? বললেন দু'টি চোখের কার্নিয়ায় নাকি আলসার হয়েছে। চোখ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ওষুধ দিলেন, দেখি কী হয় ? হ্যাঁ তবে এও বললেন আজকাল নাকি অনেকে মৃত্যুর সময় চোখ দান করে যায় !

হ্যাঁ , তা করছে তো।আর সেই চোখ অপারেশন করে বসিয়ে দিলে চোখও ভাল হয়ে যাচ্ছে।

তাই তো আমাকে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে বলেছে।

আমি যোগাযোগ রাখব তুই নিশ্চিন্তে থাক।

এমন সময় মিসেস্ রাজিয়া চা বিস্কুট নিয়ে হাজির হলেন।

চা খেতে খেতে মাহমুদ , বলছিলাম কী রকিব দেশে তো চাষ বাসের অবস্থা তেমন বেশী ভাল নয়। আলীমকে যদি তোর কাছে পাঠিয়ে দেই। মানে , যদি কোন কাজ কর্মের ব্যবস্থা করে দিতে পারতিস ? শিক্ষকতার পেনশানে আর কত টাকাই পাই ? সে টাকায় তো আর সংসার চলে না।

রকিব একটু ভেবে , ক্লাশ টেন পর্যন্ত পড়েছে। এখানে কী কোন কাজ কর্ম পাবে ? যাকগে , মন খারাপ করিসনে। আমি তবু দেখছি কী করা যায়। ঠিকানা তো আমার কাছে আছে , যদি কিছু হয়। আমি তোকে জানাব। তা আমার এখানে থাকবি কদ্দিন ?

ক' দিন আর থাকব ? কাল সকালেই যেতে হবে।

সে কী ? কতকাল পরে তোর সাথে দেখা। ঢাকায় এসেছিস ক'দিন থাকবি , ঘুরে ফিরে ঢাকা শহর দেখবি , দু' বন্ধু মিলে চুটিয়ে গল্প গুজব করব। আর তুই কীনা বলছিস কালই চলে যাবি তা কেমনে হয় ?

সে ভাগ্য কী আর আমার আছে রে ? বাড়িতে একজনকে রেখে এসেছি অসুস্থ। বলতে গেলে সে একা একা চলতে ফিরতেও পারেনা। আবার তো ক'দিনবাদে আসব তখন না হয় দু'বন্ধু মিলে গল্প করা যাবে।

এ সময়ে মিসেস্ রাজিয়া বললেন, আচ্ছা আমি ভিতরে যাই। তোমাদের খাবারের ব্যবস্থা করি। আলো তুমি আমার সাথে এসো মা।

আলো উঠে দাঁড়ায়ে বলল , আচ্ছা।

মাহমুদ জিজ্ঞেস করল , তোমাদের মেয়েকে তো দেখলাম না।

রাজিয়া : ও, কে মিনি ?

মাহুমদ : হ্যাঁ।

রাজিয়া : ওর ফিরতে একটু রাত হবে। কলেজে কী একটা ফ্যাংসান আছে। আপনারা বরং খেয়ে নিন। আপনাদের তো আবার সকালে যাওয়া আছে।

আলো মিসেস্ রাজিয়ার পিছে পিছে গেল।

সেদিন সকালের নাস্তা সেরে চা খাওয়ার পরেও চা টেবিলে অন্য মনস্ক হয়ে বসেছিল রকিব। এমন সময় স্ত্রী রাজিয়া এসে বলল, কী ব্যাপার চুপচাপ বসে আছ যে অফিস যাবে না ? আবার কোন ঝামেলা হয়েছে নাকি ?

হ্যাঁ , যাব তো ! কীন্তু

কীন্তু কী ?

মতিঝিলের কাজটা যেন এগোতে পারছি না। ছয় ছয়টা সাইটে কাজ। এক একটায় এক এক ধরনের ঝামেলা লেগেই আছে। ঐ কালা জাহাঙ্গীর ! তার জ্বালায় তো কাজটা সম্পন্ন করতে পারছি না। কাজ শুরতেই তাকে বিশ হাজার টাকা চাঁদা দিলাম। সেদিনও আবার এসে ছিল তাদেরকে নাকি আরও পঞ্চাশ দিতে হবে। নইলে কাজ বন্ধ করে দিবে।সময় মত কাজটা সম্পন্ন না করতে পারলে ফ্লাটও তো সময় মত ডেলিভারী দিতে পারব না। আর সময় মত ডেলিভারী দিতে না পারলে তো কোটি কোটি টাকার লোকসান; ব্যবসায়ে দূর্নাম।

এমন সময় কত গুলো শ্রমিক মজুর হুড়মুড় করে বাড়িতে ঢুকে পড়ল। রকিব তাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ তারপরে বললেন , কী কী হয়েছে তোমাদের ?

স্যার , আমরা অনেকদিন ধরে আপনার এখানে কাজ করছি।কিন্তু কখনও তো এ রকম হয়নি ?

আরেক জন বলে উঠল , স্যার কাজ না করলে ছেলে-পিলে নিয়ে মারা যাব। আপনি, আপনি কাজটা বন্ধ করবেন না স্যার।

স্ত্রীকে রকিব বললেন , দাড়াও আমি আসছি । তিনি এগিয়ে গেলেন শ্রমিকদের দিকে ।

দয়া করেন স্যার , আপনি যদি বলেন জাহাঙ্গীরদের সাথে মারামারি করে কাজ করব । ওরা কয়েকটা জান নিয়ে নেব । নিরীহ কয়েকটা মজুরের প্রাণও যাবে তাই ভয় হয় স্যার ।

না, না মারামারি করার দরকার নেই । ওরা আসলে বলবে , আমি আসছি ।তোমরা যেয়ে কাজ করগে যাও ।

ঠিক আছে ,বলে শ্রমিকরা বেরিয়ে গেল ।

রকিব সাহেব আবার এসে চায়ের টেবিলে বসে পড়লেন।

মিসেস্ রাজিয়া বললেন , বলছিলাম কী শুধু শুধু কী আর ভাবছ । তার চেয়ে বরং টাকাটা ওদের দিয়েই দাও ।

তার মানে , ওদের কাছে আমি হার স্বীকার করব ?

তুমি ব্যাপারটাকে এভাবে ভাবছ কেন? দেখ যে ব্যাপসায় যে রীতি । তা ছাড়া তুমি তো একা নও । এ লাইনে যারাই এ ব্যাবসা করছে সবাইকে তো এটা মেনে নিতে হচ্ছে । তা ছাড়া তোমার মেয়ে বড় হচ্ছে একা একা কলেজে যাতায়াত করে । এই তো কাল ইতো

কালই তো ? কাল কি হয়েছে ? উতেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল ।

এমন সময় মেয়ে মিনি এসে বলল , হ্যাঁ আব্বু ,কাল কলেজ থেকে বেরিয়েছি । হঠাৎ গুন্ডা টাইপের কয়েকটা লোক আমর গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল । তারপর , গাড়ি থেকে নেমে যা তা বলল ।

রকিব মেয়ের দিকে এগিয়ে, কী , কী বলল ?

সে অনেক কথা । ওদের কথা শুনে মনে হলো তারা তোমার উপর খুব রাগ ।

রাজিয়া : সেই জন্য আমি তোমাকে বলছিলাম । তুমি একা মানুষ । একা চারিদিকে কেমন করে সামলাবে বল। তার উপরও বলছ তোমার ঐ সুপারভাইজার সোহেলও তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে ।

শরতের পড়ন্ত বিকেল । আকাশে খন্ড খন্ড মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে । বাগান বাড়িতে দোলনায় বসে বসে দোল খাচ্ছিলেন রকিব সাহেব । মিনিও কেবল কলেজ থেকে ফিরেছে । এক কাপ চা হাতে মিসেস রাজিয়া যাচ্ছিলেন বাগান বাড়িতে স্বামীর সাথে সঙ্গ দিতে যেখানে তিনি দোলনায় বসে দুলছেন। ঠিক সে সময় দারোয়ান এসে তার কাছে একটি চিঠি দিল ।
ভাবী , স্যার কি বাগান বাড়িতে ? আপনি তো ঐ দিকেই যাচ্ছেন স্যারের একটা চিঠি । তার গ্রামের বাড়ি থেকে একটা ছেলে এসছে । সে বাইরে অপেক্ষা করছে । তাকে আমি গেটের বাইরে দাঁড় করে রেখে এসছি । ঠিক আছে আমার কাছে দাও ।

রাজিয়া কাছে গিয়ে এই নাও তোমার চা । আর দেখ তোমার গ্রাম থেকে কে এসছে তারই এই চিঠি ।

দেখি দেখি ? বাহ্ এ তো মাহমুদের চিঠি !

প্রিয় রকিব ,
শুভেচ্ছা নিস্। আশা করি ভালই আছিস। তোর ওখান থেকে এসে একটা চিঠি লিখব লিখব বলে ভেবেছি কিন্তু লেখা হয়ে ওঠেনি । কিছু মনে করিসনে তো। বর্তমানে আমার শরীরটা বেশী ভাল যাচ্ছে না । বেশ কিছু দিন আগে পুকুর থেকে ওজু করে ঘরে ফিরতে ঘাটে পড়ে যাই । সেই থেকে শয্যাশায়ী। শরীরের বাম সাইডটা অবস হয়ে গেছে মনে হচ্ছে প্যারালাইসড হয়ে গেছি । বলতে পারিস মৃত্যু শয্যায় । জীবনে আর দেখা হবে কিনা জানি না । আমার মনের অজান্তে যদি কোন দিন তোর মনে ব্যথ্যা দিয়ে থাকি মার্জনা করে দিস। আব্দুল আলীমকে তোর কাছে পাঠালাম । পারলে ওর একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিস। আমার এ অবস্থায় ওর একটা কাজের ভীষন দরকার । তোর বউকে আমার শুভেচ্ছা এবং মিনিকে স্নেহাশীষ দিস। ইতি --
তোর বাল্যবন্ধু,
মাহমুদ শরীফ ।

বলত ,এখন কি করা যায় মাহমুদ তার ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছে । সে এখন শয্যাশায়ী। তার সংসার চালানোর জন্য ছেলেটার একটা কাজ দরকার তা না হলে সে হুট করে ওকে পাঠাত না , জিজ্ঞেস করল রাজিয়াকে ।

হ্যাঁ তাতো ঠিক । এক কাজ কর , তোমার সুপারভাইজার সোহেলটা নাকি বেশ সুবিধার নয় ? মাঝে মধ্যে চুরি চামারী করে । এলাকার গুন্ডা বদমায়েশদের সাথে নাকি সংস্রবও আছে । আলীমকে তার পাশে রেখে দাও । ক্লাশ টেন পর্যন্ত পড়েছে তাতে কি হয়েছে অন্যান্ন কাজ তো কিছু করতে হবে না । জাস্ট সোহেলের উপর নজর রাখবে । গাঁয়ের ছেলে যখন সৎও হবে বিশ্বাসীও হবে । তা ছাড়া মিনি নিজে গাড়ি চালিয়ে কলেজ যায় । ছেলেটাকে যদি ড্রাইভিং শিখিয়ে নেওয়া যায় তাকেও কলেজে ড্রপ এবং পিক আপ করেত পারবে ।

ঠিক বলেছ ।

রকিব সাহেব চিঠিটা পড়তে পড়তে দারোয়ানের নাম ধরে ডাক দেয় ,

বারেক , বারেক ওকে ভিতরে পাঠিয়ে দে । চল চল , আমরাও বড়ির ভিতরে যাই ।

পায়ে চটি জুতা পাজামা আর শার্ট পড়া ঘাড়ে একটা ব্যাগ ঝুলাতে ঝুলাতে গাম্য বালক আব্দুল আলীম ধীরে ধীরে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল । আলীম ভিতরে এসেই ' আসসালামু ওয়ালাইকুম। '

' ওয়ালাইকুম আসসালাম ।' তুমি আলীম ?

জ্বী , আমি আব্দুল আলীম ।

তোমার বাবা কেমন আছে ?

বাবা তো নেই !

নেই মানে ?

বাবা মারা গেছেন।

তবে এই চিঠি ?

বাবা মৃত্যু শয্যায় থেকে এই চিঠিটি আপনাকে লিখে-ছিলেন । গত চার মাস হলো তিনি পরলোকগমন করেছেন।

পকেটে রাখা চিঠিটা রকিব সাহেব তাড়াতাড়ি আবার বের করলেন। পাতার ভাজ খুলে দেখলেন চার মাস আগের সন তারিখ রয়েছে সেখানে ।

তার মানে ? মাহমুদ নেই । রকিব সাহেব মুর্ছে পড়লেন । চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল ।

মিসেস রাজিয়া ও মিনি ছুটে এলো রকিবের কাছে । রাজিয়া তাকে বুকদাবা করে ধরে বললেন , চল , চল ঘরে চলো বিশ্রাম নেবে। সেখানে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হলো । আলীম থ হয়ে সে দৃশ্যে দেখতে লাগল এবং মনে মনে ভাবল আসলেই মাহমুদ সাহেব এবং এই ভদ্রলোক প্রকৃত বন্ধু ছিল । মায়ের পেটের ভাই মারা গেলেও অনেককে এমন শোক পেতে দেখা যায় না ।

পরের দিন সকালে নাস্তার টেবিলে আব্দুল আলীম ও মিনি খেতে বসেছে খাবার সরবরাহ করছে মিনির মা মিসেস রাজিয়া চৌধূরী ।রাজিয়া চৌধূরী আলীমকে জিজ্ঞেস করল, আলীম তুমি ডিম আর পারাটা খাবে ? নাকি পান্তা ভাত খাবে । গাঁও গ্রামে তো তোমরা সকালে পান্তা ভাত খেয়ে থাক ।আমরা তো আবার পান্তা ভাতে অভ্যস্ত নই ।

ডিম পারাটা চলবে ?

তার কথা শুনে মিনি মুখ নিচু করে হেসে উঠল ।

তার মা জিজ্ঞেস করল কি রে হাসলি যে ,

ডিম পারাটার হাত পা আছে নাকি যে চলবে ? গাঁইয়ে , গাঁইয়ে ভূত । ডিম পারাটা চলবে ।

রাজিয়া বললেন , তুমি ওর কথায় কীছু মনে কর না বাবা ! ও আমার পাগলি মেয়ে । সব সময় ওরকম কথা বলে ।

না, না কাকিমা আমি কীছুমনে করিনি , জানেনা ' পাগলে কীনা বলে ছাগলে কীনা া খায় । ' আমার বোন আলো সেও সব সময় আমার সাথে লাগে । আমার প্রতি কাজে কথায় সে আমার একটা খুত ধরবে । আর সব

সময় আমার সাথে ঝগড়া । এখানে আসার আমায় সে খুব কেঁদেছে । আমার সাথে ঝগড়া করলে কী হবে আসলে সে কীন্তু আমায় খুব ভাল বাসে । আমি না আমার বোনকে খুব মিস করছি , কাকিমা ।

শুনলি ? শুনলি তো ,

কী ?

ঐ পাগলে ?

না , না আমি পাগল নয়, বুঝলেন মিষ্টার আব্দুল আলি ? যে বলে ' পাগলে কীনা বলে ছাগলে কীনা খায় । ' সে ই পাগল ।

আমার নাম আব্দুল আলি নয় ? আব্দুল আলীম । জানেন না ? আব্দুল আলীম ছিলেন পল্লীগানের জনপ্রিয় শিল্পী । আমার বাবা তাকে খুব পছন্দ করতেন তাই তার নামে আমার নাম রেখেছেন আব্দুল আলীম । আপনি কী জানেন ? সেই ভদ্রলোকের জন্মও আপনাদের শহরে নয় , গ্রামে । মুর্শিদাবাদে i, তালিবপুর । বড় বড় জ্ঞানী গুণি তাদের সবার জন্ম শহরে নয় , অনেকেরই গ্রামে ।

দুই জনের তর্ক বিতর্ক যখন চরমে ঠিক তখন এ সময় রকিব সাহেব ঢুকলেন খাবার ঘরে দেখলেন টেবিলের উপর কয়েকটা টিনের কৌটা । জিজ্ঞেস করলেন এসবের ভিতর কী ?

কুলি পিঠা , পান পিঠা , চিড়ার মোয়া আরো কত কী ? আলীমের মা পাঠিয়েছে , বললেন মিস রাজিয়া ।

দেখি দেখি তো ?

রকিব সাহেব সেখান থেকে একটা কুলি পিঠা মুখে দিলেন । দারুণ , দারুণ তো ।

আলীম মিনির কাছে গিয়ে বলল, দেখেছেন ? পিঠা গুলোর হাত পা নেই । সোজা গ্রাম থেকে এখানে চলো এলো । আমি বয়ে নিয়ে এলাম । কাকুর পেটেও চলে গেল । তেমনি ডিম পারাটাও পেটে চলে যায় , বুঝলেন ?

মিনি মুখ ভ্যেংচিয়ে , বলে উঠল ; ষ্টুপিড গাঁইয়ে ।

নাও আর ঝগড়া নয় তাড়াতড়ি খেয়ে ওঠ কলেজ যেতে হবে না , বললেন রকিব সাহেব ।

মিস রাজিয়া বললেন আলীম তুমি ওকে আপনি নয় তুমি করেই বলবে । মিনি তোমার বোন আলোর চেয়েও ছোট ।

আলীম তোমার খাওয়া হলে চলো আমার সাথে সাইডে যাবে। তোমার জন্য একটা কাজ ঠিক করেছি । সোহেল নামে এক সুপারভাইজার তার সাথে সাথে থাকবে , আপাততঃ তিন হাজার টাকা করে পাবে । কাজকর্ম শিখে নিলে বেতন আরও বাড়িয়ে দেব । তুমি কী ড্রাইভ করতে জান ? জানলে ভাল হত । মিনিকে মাঝে মধ্যে কলজে পৌঁছে দিতে এবং নিয়েও আসতে। আর এই নাও তিন হাজার টাকা তোমাকে অগ্রিম দিলাম টাকা গুলো তোমার মাকে আজই পাঠিয়ে দাও । তোমার বাবা নেই এ সময়ে তাদের টাকা-পয়সার খুবই প্রয়োজন।

কাকু আপনি সত্যিই ভাল মানুষ । কী বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব ।

থাক থাক কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে না। তোমার বাবা ছিল আমার ঘনিষ্ট বন্ধু , আর সেই বন্ধুর অবর্তমানে তার পরিবারকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য বলে মনে করি ।

নাস্তা সেরে আলীম রকিব সাহেবের গাড়িতে চাপল । পথে যেতে যেতে ৷তান আলীমকে বললেন , শোন, আমার সুপারভাইজার সোহেল ভারী ধুরন্ধর । স্থানীয় গু ন্ডা , বখাটে চাঁদাবাজ সবার সাথে ওর সংশ্রব রয়েছে । সুযোগ পেলেই সে আমার সাইডের রড সিমেন্ট প্রভৃতি চুরি করে বিক্রয় করে । তুমি শুধু তার দিকে একটু নজর রাখবে । এবং তার সাথে সাথে কাজ গুলো শিখে নিবে । তুমি সব পাকাপোÏ হলে তাকে বিদেয় দিয়ে দিব ।

সপ্তাহ খানেক পর এক সন্ধ্যায় দেখল দু'জন লোক একটা সাড়ে তিন টনি পিক আপ ট্রাক নিয়ে এসে সোহেলের সাথে কানাঘুষা করছে । তার সাথে এমন একান্তে আলাপ করতে দেখে আলীমের কেমন যেন একটা সন্দেহ জাগল । ঠিক এসময় সোহেল এসে আলীমকে দশটি টাকা দিয়ে বলল , তুমি চা খাবে তো পাশের রেস্টুরেন্টে যেয়ে খেয়ে এসো ।

টাকা দশটি নিয়ে আলীম বেড়িয়ে গেল । যখনই আলীম বেড়িয়েছে অমনি সোহেল ঐ চোরা দু'টোকে নিয়ে গুদাম ঘরের ঢুকে পড়ল । ওদিকে আলীম চায়ের রেস্টুরেন্টে না গিয়েই ফিরে এসেছে । এসে দেখছে সোহেল চোরাদের ট্রাকে টপাটপ সিমেন্টের বস্তা এবং কিছু রড তুলে দিচ্ছে । আলীম সোহেলকে জিজ্ঞেস করল এটা কি হচ্ছে সোহেল ভাই ; ওদের ট্রাকে মাল তুলছেন ?

সোহেল ধরা পড়ে অপ্রস্তত হয়ে, ও আলীম ; তুমি চা খেতে যাওনি ? না, মানে না, মানে ওদের কাছ থেকে ক'দিন আগে এসব ধার এনেছিলাম কিনা তাই আজ তা ফেরৎ দিচ্ছি ।

আপনি ধার এনেছিলেন রকিব সাহেব জানেন ?

না , তিনি জানেন না ।

ঠিক আছে । তিনি যখন জানেন না । তবে এ মাল ফেরৎও যাবে না । আমায় দশটাকা ঘুষ দিয়ে কাকুর দশ হাজার টাকার সর্বনাশ ? না তা হবে না , সোহেল সাহেব । আপনার কাছ থেকে এতটুকু সাহায্য মেলে না , আর আজকে আপনি না চাইতে দশ টাকা দিলনে চা পান করতে । তখনই আমি ধরতে পেরেছি এর ভিতর একটা রহস্য লুকিয়ে আছে ? তাই চায়ের দোকানে না যেয়ে ফিরে এলাম । ভেবেছেন গাঁয়ের ছেলে আপনার সাথে চালাকে পারবেনা ? শহরের ছেলেরা চলে ডালে ডালে ,আর আমরা চলি পাতায় পাতায় । নামান, ট্রাক থেকে মাল নামান । কাল সকালে এর একটা ফয়সালা হবে ।

সোহেল এসময় হাত জোড় করে বলল , তুমি আমাকে ক্ষমা কর ভাই ! রকিব সাহেব জানলে আমার চাকরিটা যে চলে যাবে । চাকরি চলে গেলে বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে বড় বিপদে পড়ব যে ।

ক্ষমা চাইতে হয় তার কাছে চাইবেন , আমার কাছে নয় । আগে মাল গুলো ট্রাক থেকে নামান।

সোহেল চোরাদের সাহায্যে মালগুলো নিচে নামাল ।

পরের দিন রকিব সাহেব বিস্তারিত শুনে রেগে মেগে সোহেল কে বলল, গেট আউট , আই সে য়্যু গেট আউট নইলে পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব ।

সোহেল হাত জোড় করে কান্নার সুরে বলল , মরে যাব স্যার , মরে যাব । বাড়ির সবাই না খেয়ে মরে যাবে । তিন তিনটে ছেলেমেয়ে বউ বিধবা মা সবাই না খেয়ে মরে যাবে । এবারের মত মাফ করে দিন জীবনে আর করব না, খোদার কসম খেয়ে বলছি ।

এ সময়ে আলীম বলল , কাকু ওকে আজকের মত মাফ করে দেন । খোদার কসম খেয়ে যখন বলছে ।

ঠিক আছে যা , আলীম যখন বলছে তোকে আজকের মত মাফ করে দিলাম । যা , যা এখান থেকে কাজে যা । ভবিষ্যতে যদি কখনও দেখি

গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিবেন।

আলো সেদিন ভরদুপুরে পুকুরের সান বাঁধনো ঘাটে চুপচাপ বসে বসে ভাবছে । মা হাঁপানির রোগী প্রায়দিন তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন আবার ফিরে ওঠেন সেখান থেকে । আর বাবা দিব্যি সুস্থ্য মানুষটি এই পুকুর ঘাটে পড়ে সেই যে শয্যা নিলেন আর উঠলেন না। দেখতে দেখতে আজ চারটি মাস হয়ে গেল বাবা চলে গেলেন । তিনি যে এমন হঠাৎ সবার মায়া ছেড়ে চলে যাবেন সে কখনও ভাবতে পারে না । যার যাবার কথা সেই মা এখনও বেঁচে আছেন , আর বাবা সুস্থ মানুষটি চলে গেলেন সবার অগোচরে । বাবার কথা ভাবতে ভাবতে চোখের কোনা দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে যায় গন্ড বেয়ে । শাড়ীর আঁচল তুলে মুছে ফেলে সে অশ্রুজল । এমন সময় ছোট বোন আলিয়া একরকম নাচতে নাচতে একটি চিঠি নিয়ে আলোর কাছে এসে ,

বুবু,ও বুবু দেখ দেখ পোষ্ট মাষ্টার সা'ব এই মাত্র আমার কাছে একটা চিঠি দিল । ভাইয়া লিখেছে ঢাকা থেকে ।

পিতা হারানোর শোক ভুলে ভাইয়ের চিঠি পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল আলো । আলিয়ার কাছে জিজ্ঞেস করল ,

সত্যি ?

আরে সত্যি নাতো মিথ্যে নাকি ? বলে সে চিঠিটা উচিঁয়ে

ধরল তার দিকে ,এই দেখ ।

আলো ঘাট থেকে উঠে বলল , চল চল মার কাছে যাই । ভাইয়া ঢাকা যাওয়ার পরে মা অস্থির হয়ে পড়েছে তার জন্যে । ওদিকে ঘরের দাওয়ায় বসে মা ও প্রতিবেশী কতিপয় মহিলা সুখ দুঃখের হাট বসিয়েছে সঙ্গে পান সুপারীর মজমাও রয়েছে । কথায় আছে না মেয়েরা , একে মিনমিন দু'য়ে পাঠ , তিনে গোলমাম চারে হাট ।' এই আর কি ! এমন সময় আলো চিঠিটা হাতে মায়ের কাছে এলো ,

মা , মা ভাইয়ার চিঠি এসেছে ঢাকা থেকে ।

ছেলের চিঠি পেয়ে মা যে সব ভুলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন । বললেন , কি লিখেছে খোল, খুলে পড় ?

শ্রদ্ধেয়া মা, জননী আমার ,
আমার সালাম নিও । আমি ঠিক মত কাকুর বাসায় পৌঁছেছি পথে কোন অসুবিধে হয়নি । কাকু -কাকিমা খুবই ভাল মানুষ । কাকুর নিজস্ব ফার্মে আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন । মাসে তিন হাজার টাকা মাইনে । কাজ কর্ম ভাল করে শিখলে মাইনে আরো বাড়িয়ে দেবে বলেছেন ।

মা অবাক হয়ে বললেন , তিন হাজার টাকা সে তো অনেক টাকা রে ? সত্যি রকিব সাহেব খুবই ভাল মানুষ । আমাদের সংসারের অবস্থা বুঝে ওকে এত টাকা বেতন দিচ্ছেন । পড় , পড় আর কি লিখেছে ?

কাকুর সাইডের কাজ কর্ম দেখা শোনা করার জন্য একটি গাড়িও দিয়েছে । মিনি নামে কাকুর একটি মেয়ে আছে মাঝে মধ্যে তাকে কলেজে নামিয়ে এবং নিয়েও আসতে হবে । ভারি দুষ্ট মেয়ে সব সময় আলোর মত আমার পিছে লাগবে ।

হে খোদা , খোদা তুমি এত করুণাময়ী দয়াবান । আগে তো জানতাম না । আলীমের এত উন্নতি হবে আমি তো কখনও ভাবতেই পারিনে , ' গাঁয়ের ছেলে গরুর গাড়ির বদলে এখন মোটর গাড়ি চাপছে । ' আজ তোর আব্বা বেঁচে থাকলে যে কি খুশী হতেন । কি থামলি যে ?

আলো আবার শুরু করল , এক মাসের মাইনে অগ্রিম দিয়ে কাকু বলল , আমি যেন টাকাটা আজই তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেই । আলোকে পোষ্ট অফিসে খোঁজ নিতে বলো টাকাটা কখন পৌঁছে ? পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে টাকা পাঠালে পৌঁছতে অনেক দেরী হয় তার চেয়ে বরং ব্যাংকে পাঠালে ভাল হয় । আলোকে বলো ব্যাংকে একটা এ্যাকাউন্ট খুলে নাম্বারটা যেন পাঠায়ে দেয় সেখানে পাঠালে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে । আলোকে কলেজে খোঁজ নিতে বলো তাকে আবার কলেজে ভর্তি হতে হবে । এখনতো আমাদের টাকা-পয়সার টানাটানি থাকবে না । আলিয়া , আলিয়া কি করে ওকি ঠিকমত স্কুলে যায় ? নাকি সারাদিন দুষ্টমি , আর খেলাধূলা নিয়ে মেতে থাকে ।

আলো ও আলিয়াকে আমার আদর আর ভালবাসা দিও । ইতি --
তোমার স্নেহধন্য,
আব্দুল আলীম ।

কালা জাহাঙ্গীর ও তার সতীর্থের আড্ডা খানায় আলোচনা হচ্ছে রকিব চৌধুরীর কাছ থেকে আবার কিভাবে চাঁদা তোলা যায় । একবার তোললাম বিশ হাজার , আবার নিলাম পঞ্চাশ । আরে শালারা ফন্দি একটা বের কর। নইলে না খেয়ে মারা যাব যে । তাদের ভিতর কানা লিটন বলে এক যুবক ছিল । চাঁদাবাজি করতে যেয়ে প্রতিপক্ষের সাথে সংঘর্ষে চপাতীর কোপে একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে । তাই সবার কাছে সে কানা লিটন নামে পরিচিত ।সে হুররে হুররে বলে চিৎকার করে উঠল , ওস্তাত ফিকির মাৎ কর , ফন্দি মিল গিয়া ।

আরেকজন বলে উঠল আরে হালা চিল্লাস পড়ে কী ফন্দি পাইলি আগে তাই ক?

তয় হোন , আগামী পহেলা ফাল্গুন হ্যাগো কলেজে বাসন্তি মেলা । আর বাসন্তি মেলায় রাইতে কলেজে নাচ গানও অইব ।

আরে হ্যায়ডা ক্যাডা ?

হ্যায়ডা ক্যাডা বুঝলি না ? রকিব্যার মাইয়া মিনি । মিনি ইডেন কলেজে পড়ে , ভাল নাচ গানও গায় । বাসন্তি মেলার নাচ গান কইর‍্যা রাইতে যখন বাড়িত ফিরব ঠিক তখনই তারে কিডনাপ করতে অইব । কিডনাপ কইরা তার বাপেরে খবর দিতে অইব মুক্তিপণের টাকার লাইগ্যা । বড় আদুরে মাইয়া ,তখন দুই চার লাখ যা চাইবি পাওন যাইব ।

জাহাঙ্গীর খুশীতে ডগমগ হয়ে লিটনের পিঠ চাপড়িয়ে বলল , ইয়েস তাই হবে । আমি তো মনে করছিলাম তুই একটা বোকার হদ্দ, শুধু মারই খাইস । এখন দেখছি তোর হালার বুদ্ধিও আছে । মিষ্টার রকিব এবার তোমার কাছ থেকে পাঁচলক্ষ টাকা আদায় করে ছাড়ব । আরে যা হুইসকির বোতলটা নিয়ে আয় একটু মৌজ করা যাক ।

গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে লিটন আবার বলল , ওস্তাদ তয় একটা কথা আছে ?

আবে ছাগলের বাচ্চা , আবার কথা কীরে ?

ঐ আলীম ; হালার আলীম গাঁইয়া পোলা কোত্থেকে আইসা একটা ঝামেলায় ফেলাইছে । হেদিন সিমেন্ট আর রড চুরি করতে গিয়া ঐ হালার জন্য ব্যর্থ হইয়া ফিরা আসতে অইল । হালায় মাইয়াডারে মাঝে মধ্যে রাইড দেয় । ঐদিনও যদি যায় তাহলে তো একটা ঝামেলা অইব ।

কী আর অইব ? আমাগোরে বাঁধা দিলে হালারেও উচিৎ শিক্ষা দিয়া দিবি আমদের সাথে পাংগা নেওয়ার কী ফল ! দিবি একেবারে চাংগা করে ।

সেদিন কলেজ থেকে ফিরে এসে মিনি তার মাকে জানাল , মা এবার বসন্তকালের আগমনে আগামী পহেলা ফাল্গুন আমাদের কলেজে বসন্ত বরণ অনুষ্ঠান হবে । সন্ধ্যায় কলেজে একটা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও থাকবে । তুমি আব্বুকে বুঝিয়ে বলো ঐদিন আমার ফিরতে একটু রাত হবে ।

দিনকাল বেশী ভাল না । তোর কী না গেলে নয় ?

না মা, আমার যেতে হবে । বন্ধু বান্ধবীদের কথা দিয়েছি , তাছাড়া অনুষ্ঠানে আমার বসন্তের একটা গানও গাওয়ার কথা আছে ।

ঠিক আছে যাবি যখন আলীমকে সঙ্গে নিয়ে যা । সে তোকে ড্রাইভ করে দিয়ে আসবে এবং নিয়েও আসবে । সে সাথে থাকলে তোর একজন নিরাপত্তা রক্ষীও হবে ।

বসন্ত বরণ অনুষ্ঠান শেষে মিনি কেবল কলেজ গেট থেকে বেড়িয়েছে এমন সময় হটাৎ একটা পজেরো জীপ এসে তার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ।

মিনিও হণ হণ করে গাড়ি থেকে নেমে এসে বলল , হোয়াট ইস দিস ? এ রকম গাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামালেন কেন ?

প্রতি উত্তরে গাড়িতে থাকা একজনে বলল , তোমাকে দেখব বলে রাণী ?

সাট আপ । আমার নাম রাণী নয় ।

জানি , মিনি । রকিব চৌধূরীর আদরের একমাত্র কন্যা।

তো ? তাই বলে গাড়ির সামনে গাড়ি থামাবেন । যদি এ্যাকসিডেন্ট হতো ?

হয় নাই , হবে ।

তার মানে ?

মানে পরিস্কার ।

তোমায় এক্ষুণি আমাদের সঙ্গে যেতে হবে ।

কোথায় ?

আমাদের আড্ডায় , তুমি এখন আমাদের হাতে বন্দি । আমাদের ঠিক এই মুহূর্তে পাঁচ লাখ টাকার দরকার । তোমার বাবার অনেক টাকা । চাইলে তো তিনি এমনি দিবেন না । তোমাকে তুলে নিয়ে তার কাছ থেকে এ টাকাটা আদায় করতে হবে । তোমার বাবা টাকা না দিলে কি হবে তা নিশ্চয় তোমার জানা আছে ? সবার ভাগ্যে যা ঘটে তোমারও তাই ঘটবে ।

মিনি চিৎকার করে উঠল , তোমরা কে কোথায় আছ আমাকে বাঁচাও , আমাকে গুন্ডায় ধরেছে ।

এ সময় তাদের একজন মিনির মুখ চেপে ধরে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছিল । আলীম এতক্ষণ গাড়িতে বসে বসে তাদের তর্কাকর্তি শুনতেছিল । যখন দেখলো মিনিকে জোর করে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছে সে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে মিনির মুখ চেপে ধরা

লোকটার নাক মুখ জুড়ে ঘুষি মারতেই সে পড়ে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আরেক লোক এসে আলীমের মাথায় রামদা বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আলীমও মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে অনেক লোকজন এসে পড়লে গুন্ডা গুলো পালায়ে গেল। লোকজন আলীমকে মিনির গাড়িতে তুলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলো।

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এসেই মিনি তার ফোন করল , বাবা তুমি তাড়াতাড়ি এখানে চলে এসো। গুন্ডারা আলীম ভাইকে ছুরি মেরেছে। তাকে নিয়ে আমি হাসপাতালে আছি।

কে কেন তাকে ছুরি মেরেছে ?

এখন বলার সময় নাই সে সিরিয়াস। তুমি তাড়াতাড়ি এসো। আসলে সব জানতে পারবে।

রকিব সাহেব স্বস্ত্রীক হাসপাতালে চলে এলেন। তিনি যখন এলেন আলীম জরুরী বিভাগের অপারেশন থিয়েটারে । আর মিনি তারই সামনের ওয়েটার রুমে বসে আছে। সে তার বাবাকে বিস্তারিত জানাল।

মিনির মা বলল , এ মূহুর্তে তো আলীমের মাকে একটা খবর দেওয়া দরকার। ছেলেটার যদি কিছু হয়ে যায়।

হ্যাঁ দিতেই হো হবে। জবাব দিলেন রকিব সাহেব।

কিছুক্ষণ পরে আলীমকে খাটিয়ায় করে ঠেলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার ও নার্সেরা। মিনি ও তার মা বাবা এগিয় গেল তার দিকে। মিনি পরিচয় করিয়ে দিল ডাক্তারকে তার মা বাবার। ডাক্তার বললেন ,অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে , না ভয়ের কিছু নেই । অল্প দিনের মধ্যেই সে সুস্থ্য হয়ে উঠবে। ইনশা আল্লাহ ! চোটটা মাথায় তো তাই রক্তক্ষরণটা একটু বেশী হয়েছে। আমরা প্রথমে মনে করছিলাম হয়ত রক্ত দেওয়া লাগতে পারে , কিন্তু তা আর লাগবে না ।সপ্তাহ খানেক তাকে হাসপাতালে থাকতে হবে।

সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল , খুলনা। ভারী ব্যস্ত এ টার্মিনাল , ছোট বড় মাঝারি নানান ধরণের যানবাহন রাজধানীসহ বিভিন্ন জেলা উপজেলা, শহর বন্দর, মফস্বলে ছুটে যাচ্ছে এবং ছুটে আসছে। আলো , আলিয়া ও তাদের মা ঢাকার উদ্দেশ্যে সোহাগ পরিবহণে টিকিট কেটে ওয়েটিং রুমে বসে আছে। সাতক্ষীরা থেকে একটা বাস আসল টার্মিনালে। তড়িঘড়ি করে এক বয়স্ক দম্পতি নেমে এলো সে বাস থেকে সঙ্গে আটার বিশ বয়সের এক যুবক। আলোরা যেখানে বসে ছিল ঠিক তার পাশে দু'টো খালি চেয়ার থাকায় যুবকটি জিজ্ঞেস করল, এখানে কি কেউ আছে ?

আলো জবাব দিল না।

যুবকটি বলল ,তা হলে মা এবং আব্বা তোমরা এখানে বস। আমি টিকিট কেটে আসি। ঘাড় থেকে লাগেজটা নামিয়ে চেয়ারের পাশে রাখল।

যুবকটি কাউন্টারে গেলে আলো বয়স্ক মহিলাকে জিজ্ঞেস করল , আপনারা ঢাকা যাবেন বুঝি ?

সে উত্তর দিল হ্যাঁ । আমার বড় ছেলেটা ঢাকায় থাকে । যে মালিকের কাজ করে তার মেয়েকে কিডনাপারদের হাত থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে জখম হয়ে হাসপাতালে গিয়েছে। জানিনা মা ; বাচা আমার কেমন আছে ?

আলোর মা বলে উঠল , ও বুয়া বলেন কী ? আমার ছেলেরও একই রকম ঘটনা । মালিকের মেয়েকে কলেজের কি এক অনুষ্ঠান থেকে তাকে আনতে গেলে চাঁদাপাট্টির গুন্ডরা আক্রমন করে মেয়েটাকে। গুন্ডদের কবল থেকে তাকে বাঁচাতে গেলে গুন্ডরা আমার ছেলেটাকে জখম করে চলে যায়। আমার ছেলেও হাসপাতালে। কি যে হলো বুয়া ? সন্ত্রাসে ছেয়ে গেছে দেশটা মান সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা যে এখন দায়।

একই বাসে পাশাপাশি সীট নিয়ে আলাপচারিতার মধ্যদিয়ে একসঙ্গে ঢাকা গাবতলী বাস টার্মিনালে এসে পৌঁছিল। গাবতলী পৌঁছে ভদ্র মহিলা আলোর মাকে বলল বুয়া , আল্লাহ আপনার ছেলের মঙ্গল করুন। তাড়াতাড়ি যেন সুস্থ হয়ে ওঠে। আমরা তবে আসি।

তিনি আপনার ছেলেরও মঙ্গল করুন। আমার ছেলে যার অধিনে চাকরি করত সে তার বাবার বন্ধু , আমরা এখন তার ওখানেই যাচ্ছি । তাকে সঙ্গে নিয়েই আমরা হাসপাতালে যাব।

রকিব সাহেব ও তার পরিবারবর্গ এবং আলো , আলিয়া ও তার মা সবাই একসঙ্গে হাসপাতালে এলো।

তারা হাসপাতাল কেবিনে ঢুকেই চমকে গেল , একি সেই ভদ্র মহিলা এখানে ? যার সাথে বাস টার্মিনালে দেখা হয়েছিল। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা আলীম তার একান্ত কাছে বসে আছে। আর মহিলা তার মুখে কীছু একটা খাবার তুলে দিচ্ছেন। রকিব সাহেব কেবিনে ঢুকে ই ডাক দেয় আলীম ?

মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা ছেলেটা ফিরে তাঁকায় তার দিকে।

আলোর মা এবারে আরো চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে ওকে ?

রকিব সাহেব জবাব দেয় কেন আলীম !

না , সে আলীম নয়।

তার মানে ? সেই তো মাহমুদের লেখা চিঠি আমার হাতে দিয়ে এবং বলল সেই আলীম।

না সে আলীম নয় , সে এক প্রতারক।

তুমি আলীম নও ? তবে তুমি কে ? আর এরা বা কারা ? আলীমই বা কোথায় ?

না , আমি আব্দুল আলীম নই ; আবুল কাসেম। আর এই এরা আমার মা বাবা। আমাদের বাড়ি সাতক্ষীরার শ্যামনগর। আমি আপনাদের সাথে কোন প্রতারণা করি নাই। পরিস্থিতির স্বীকারে এ অভিনয় করতে বাধ্য হয়েছি এবং তা আপনাদেরই স্বার্থে।

আমি এক বেকার যুবক। বি এ পাশ করে বেকারত্বের অভিশাপ বুকে নিয়ে চাকরির আশায় এ অফিস থেকে ও অফিস চক্রের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি । সে দিন কল্যাণপুরে এক অফিস থেকে চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে বেরিয়েছি। এমন সময় আলীমের সাথে দেখা। একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করল,

এই যে ভাই শুনুন , আপনি এ ঠিকানাটা চেনেন ?

কাগজটি হাতে নিয়ে দেখলাম , কবি জসিম উদ্দীন রোড কমলাপুর , ঢাকা।

এটা তো কমলাপুর। আপনি এসে পড়েছেন কল্যাণপুর।

কল্যাণপুর ! এটা কলমাপুর নয় ? দেখুন তো ভাই শহরের ট্যাক্সিওয়ালার কী বদমাইশ ? গাবতলী থেকে আমি তাকে বললাম , আমি কমলাপুর যাব আর সে কীনা আমাকে কল্যাণপুরে এনে ছেড়ে দিল। তাহলে বলুন তো ভাই কী ভাবে কমলাপুর যাওয়া যায় ? সেখানে আমার এক কাকু মানে বাবার বন্ধু থাকে। আমি তার বাসায় যাব।

ও আচ্ছা। ঐ দেখছেন বাসস্টানে লোকগুলো বাসের অপেক্ষায় দাড়িয়ে আছে , সেখান থেকে গ্রীন লাইন অথবা মাই লাইনের বাস ধরে সোজা শাহবাগ চলে যান। সেখান থেকে ৬নং বাস ধরে কমলাপুর যেতে পারবেন।

ওকে ভাই। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

আলীম চলে যেতেই গুলির শব্দে এলাকা কম্পিত হয়ে উঠল। দুইদল চাঁদাপাট্টি সন্ত্রাসী এক পক্ষ আরেক পক্ষকে আক্রমণ করেছে। গুলির শব্দে ভীতসন্ত্রস্ত লোক জন দ্বিগবিদিক ছুটতে লাগল। হঠাৎ করে হায় হায় রব উঠল। চেয়ে দেখি পথচারি এক ছেলে মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। মূহুর্তে গোলাগুলি বন্দ হয়ে গেল এবং লোকজন গিয়ে ভীর করল সেখানে। ভীর ঢেলে আমিও পৌঁছলাম সেখানে।

আরে দেখি দেখি সরেন তো আপনারা। হায় হায় এতো সেই ছেলে যে আমার কাছে কমলাপুর যাওয়ার ডাইরেকশান চেয়েছিল।

গুলিটা মস্তক ভেদ করে চলে গেছে। অনেকটা রক্ত বেরিয়ে গেছে,।

আমি চিৎকার করে বললাম ,দাঁড়িয়ে দেখছেন কী ? তাড়াতাড়ি একটি এম্বুলেন্স অথবা একটি ট্যাক্সি ডাকুন। এখনই হাসপাতালে নিতে হবে। একটি ট্যাক্সি ডাকা হলো । আলীমের সাথে আমি ট্যাক্সিতে উঠে পড়লাম।

ট্যাক্সিতে উঠে তার মাথার রক্ত মুছতে মুছতে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলাম , আচ্ছা ভাই তোমার নাম কী ?

আলীম , আব্দুল আলীম ।

তোমার বাড়ি কোথায় ? মানে তোমার এই অবস্থা বাড়িতে খবর দিতে হবে তো !

বাগেরহাট , খানজাহানপুর গ্রামে । আব্বার নাম মাহমুদ শরীফ । আব্বা বেঁচে নেই । গত চার মাস আগে তিনি মারা গেছেন ।মা হাঁপানীর রোগী । আমার এ্যকসিডেন্টের খবর পেলে সে হার্টফেল করে মারা যাবেন । তা হলে আমার বোনদের কে দেখবে ? ওরা যে এতিম হয়ে যাবে ।

এখানে কোথায় এসেছিলে ?

কাকুর বাড়ি যাচ্ছিলাম । আব্বার বন্ধু , রকিব উদ্দিন চৌধূরী । বিরাট বড় লোক , শিল্পপতি । আব্বার লেখা একটি চিঠি নিয়ে তার কাছে যাচ্ছিলাম । আব্বা মৃত্যুর আগে লিখেছিলেন সে যেন আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করেন। সে চিঠি বোধহয় তার কাছে আর পৌঁছান হলো না। আমার মা বোনদের তো কেউ নেই তা হলে ওদের কী হবে ?

ওসব কথা ভাবছ কেন ? ওসব কথা তুমি পরে ভেব ।

আচ্ছা ভাই আপনি কী করেন?

আমি বেকার বি এ পাশ করেছি তবু ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছি ।

আমি একটু আধটু লেখা পড়া করেছি , ক্লাশ টেন অবধি। স্কুল মাধ্যমিক পরীক্ষা আর দেওয়া হয়নি । আমি বুঝতে পারছি , আমি আর বাঁচবনি ভাই , বাঁচবনি ! আপনি আমাকে একটা কথা দিন, কথা দিন ।

বল কী কথা ? বল ।

আপনি আব্বার লেখা এ চিঠিটা নিয়ে আমার কাকু রকিব চৌধূরীর সাথে দেখা করুণ । তিনি আপনার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিবেন । আর আপনি চাকরি পেলে আমার মা বোনকে দেখবেন । ওদের তো দেখার আর কেউ নেই ।

কিন্তু রকিব সাহেব আমাকে চাকরি দেবেন কেন?

দেবেন নিশ্চয় দেবেন । আপনি আলীম সাজবেন। আলীম সেজে যাবেন তার বাড়িতে । তিনি তো আলীম কে দেখেননি । এই ব্যাগের মধ্যে আব্বার লেখা চিঠি আছে , মা'র দেওয়া পিঠা মিঠা আছে বুঝবে আপনিই আসল আলীম । বাগেরহাটের আলীম , খানজাহানপুরের আলীম ।

পুরা ফ্যামিলি নিরব হয়ে এ কাহিনী শুনতেছিলেন। এবার আলোর মা অশ্রু বিজরিত কন্ঠে জিজ্ঞেস করল , তারপর ? তারপর কি হলো আমার বাচার ?

আমরা যখন হাসপাতালে পৌঁছিলাম এর আগেই আলীম চলে গেল । ট্যাক্সিতেইও মৃত্যু বরণ করল । পোষ্টমর্টের পরে আমাকে আলীমের আত্মীয় ভেবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার মরদেহটা আমারই হাতে তুলে দিল ।তখন কিযে করি কী করব বুঝতে পারছিলাম না ? আপনাদেরও খবর দিতে বারণ করেছিল । দু' চারজন বন্ধু ডেকে আজিমপুর গোরস্থানে তাকে দাফন করে তার শেষ কার্যটি আমরাই করলাম । অবশেষে আমি আলীম সাজলাম । ভাবলাম মাসে মাসে দু' চার হাজার টাকা পেলে আপনাদের অনেক উপকার হবে আর আমার মা বাবাকেও কীছু দিতে পারলে তারাও উপকৃত হবেন। পরে সময় সুযোগ হলে আসল ঘটনাটা আপনাদের খুলে বলব । সে সুযোগ আসার আগেই এ দূর্ঘটনা ।

রকিব সাহেব বললেন , তুমি যাই করেছে না কেন এটা একটা রীতিমত প্রতারণা । এ প্রতারণার একটা শাস্তি হওয়া দরকার । এখনই পুলিশ ডেকে তোমাকে তাদের হাতে সোর্পদ করা উচিৎ ।

রকিব সাহেবের স্ত্রী মিসেস্ রাজিয়া বললেন , এ তুমি কী বলছ ? সে কর্তব্যের খাতিরে এতটুকু প্রতারণা করলেও কোন অন্যায় করেনি । তোমার ব্যবসা বণিজ্যে সে কোন রকম ক্ষতি করেনি বরং সে না থাকলে তোমার ব্যবসার অনেক ক্ষতি হতো ।

মিনি বলে উঠল , আব্বু তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে ? তুমি কী একবারও ভেবে দেখেছ সে না থাকলে তোমার মেয়ে এতক্ষণে দূর্বৃত্তদের হাতে বন্দি হয়ে যেত তোমার লাখ লাখ টাকা মুক্তিপণ দিয়ে আমাকে উদ্ধার করতে হতো । নইলে তাদের হাতেই তোমার মেয়ের জান চলে যেত ।

আলীমের মা এবার কান্না থামিয়ে বলল , না রকিব সাহেব ওকে পুলিশে দেবেন না । আলীমের মৃত্যু খবরটা আমাদের না দিলেও সে তার কর্তব্যে কোন আবহেলা করেনি । বরংচ তার কথা রেখেছে । প্রতি মাসে টাকা পয়সা দিয়ে আমাদের পরিবারটিকে স্বচ্ছল রেখেছে ,দারিদ্রের ছোঁয়া লাগতে দেয়নি । যা আজকাল অনেক নিজের গর্ভের সন্তানেও করে না। তারই ইচ্ছায় আলো আবার কলেজে ভর্তি হয়েছে যা আপনার বন্ধু বেঁচে থাকতেও সম্ভব হয়নি ।

কাসেমের মা বাবা স্তব্দ হয়ে শুধু সবার মন্তব্যগুলো শুনতে ছিলেন কিছুই বলার ছিল না , যেহেতু তাদের ছেলে অপরাধী ।

রকিব সাহেব এবার ভাবগম্ভীর হয়ে বললেন , আমি কী তাকে পুলিশে দিচ্ছি নাকি ? এমন দায়িত্ব-কর্তব্যবান সোনার ছেলেকে কী পুলিশে দেওয়া যায় ? শুধু তার সর্ম্পকে আপনাদের মনের খবরটা নিচ্ছিলাম মাত্র । তিনি কাসেমের মা বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন , আপনাদের কোন আপত্তি না থাকলে পুলিশ না ডেকে আমি এখনই কাজী ডেকে আনি । আমার বন্ধুর অবর্তমানে তার সংসারটি সে যেভাবে আগলিয়ে রেখেছে সে দায়িত্ব থেকে যাতে সে সরে যেতে না পারে তাই আমার বন্ধুঝি আলোর সাথে তার বিয়ে দিয়ে একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করতে চাই ।

বিরাজমান থমথমে পরিবেশে দিনের আলোয় যেন জোনাকির আলো ঝিকমিকিয়ে উঠল । আলো লজ্জা রাঙা মুখে তার মায়ের আঁচলে মুখ লুকালো ।

মিনি এসে আলোকে জড়িয়ে ধরে , কি আপা লজ্জা পাচ্ছ বুঝি !

রকিব সাহেব কাসেমের বাবার দিকে এগিয়ে , আসুন বেয়াই সাহেব আমরা সব ভুলে এদের বিয়ের ব্যবস্থা করি । তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ।

আটলান্টা , জর্জিয়া
অক্টোবর ১ , ২০০৮ ।

লেখকের ই-মেইল:
smrahman@bellsouth.net